নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস নিয়মিত, বাকিদের সপ্তাহে একদিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৫ জানুয়ারি ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ২৩:১৬

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, যদি ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়, তা হলে প্রাথমিকভাবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়মিত ক্লাস হবে। তবে অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে একদিন করে ক্লাসে এসে পুরো সপ্তাহের পড়া নিয়ে যাবে। পরের সপ্তাহে আবার একদিন আসবে। গতকাল জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের আলোচনায় এমপিদের বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এসব তথ্য জানান।

দীপু মনি বলেন, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। শ্রেণিকক্ষে তাদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসানো সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে সব শ্রেণির শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনার সুযোগ থাকবে না। নিয়মিত করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জাতীয় পরামর্শক কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এ বছর যারা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তারা এক বছর

সরাসরি ক্লাস করতে পারেনি উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনলাইন ও টিভিতে অনেকে ক্লাস করেছে। কিছু শিক্ষার্থী একেবারেই ক্লাস করেনি। এ বছরের জন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া যায়, তা হলে পরে কয়েক মাস সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের ওপর পাঠদান শেষে পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে করোনার কারণে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি চলছে। সম্প্রতি ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি বাড়ানো হয়। তবে এর মধ্যে সরকার গত ২৯ মার্চ থেকে মাধ্যমিকের এবং ৭ এপ্রিল থেকে প্রাথমিকের রেকর্ড করা ক্লাস সংসদ টেলিভিশনে প্রচার করছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা মনে করেন, মন্দের ভালো হিসেবে এ পদ্ধতি চালু হলেও এটি কার্যকর ফল দিচ্ছে না। এ

পদ্ধতিতে কেবল ক্লাস অনুসরণ করা যায়, শিক্ষার্থীরা সরাসরি অংশ নিতে পারে না। এ কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই আস্তে আস্তে এ প্রক্রিয়া থেকে সরে গেছে।

করোনার কারণে বন্ধ থাকা স্কুল-কলেজ খোলার বিষয়ে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। একই সঙ্গে একটি গাইডলাইনও প্রকাশ করেছে তারা। এ গাইডলাইন অনুসারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত মাত্র ৪টি ছাড়া বাকি সব বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এখন ইউজিসির সহায়তায় আমাদের কৌশলটা কী সেটি পুরো নির্ধারিত হবে। খুব শিগগিরই এই পরীক্ষায় যেতে পারব। আশা করছি অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনেই হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, গুচ্ছ পদ্ধতিতে যাওয়ার যে শুভ দিকগুলো। শিক্ষার্থীদের হয়রানি একেবারেই কমে যাবে। অভিভাবকদের বিরাট আর্থিক সাশ্রয় হবে, অনেক রকমের হয়রানি কমে যাবে। দেশে এ মহামারীর সময়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী সারাদেশে ছুটে বেড়াবে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, তার মধ্য দিয়ে আরও সংক্রমণ বাড়বে। গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষায় সেই অবস্থাটিকেও এড়াতে পারব।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy